নতুন সময়ের দৈনিক
মেহেদী
Daily Mehedi
০৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ, ২০ মাঘ ১৪৩১ বাংলা, ০৩ শাবান ১৪৪৬ হিজরী

টেকনাফে সচেতনতা সভায় সরকারি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বশীলতার আহ্বান

বার্তা পরিবেশক

সরকারি রাস্তা ও অবকাঠামো রক্ষায় জনগণের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলা প্রকৌশলী রবিউল হোছাইন। তিনি বলেন, "সরকার বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এলজিইডির মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করছে। এগুলো জনগণের সম্পদ, তাই রক্ষণাবেক্ষণে সবার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।" রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) টেকনাফ উপজেলার লম্বরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইএমসিআরপি প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনা ব্যবহারে যত্নের বিষয়ে আয়োজিত একটি সচেতনতা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্ (বিসিসিপি)-এর উদ্যোগে এবং এলজিইডির বাস্তবায়নে জরুরি রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি)-এর মাধ্যমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্য বক্তারা সরকারি অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

লম্বরী পৃষ্ঠা ২ ঃ কলাম ১

টেকনাফে সচেতনতা সভায়

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজিজুন্নাহার সভায় সভাপতির বক্তব্যে বলেন, "সেবা সুবিধা আমার, যত্নে করি ব্যবহারড়এই স্লোগানটি ধারণ করতে হবে। সরকারি সম্পদ রক্ষায় আমাদের সচেতন হতে হবে।" বিসিসিপি'র ডেপুটি টিম লিডার রিদুয়ানুর রহমান প্রকল্পের বিষয়ে বলেন, "জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য বিসিসিপি নিয়মিতভাবে কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারি সুবিধাগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জনগণের।"

সভায় উপস্থিত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লম্বরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক এসএমসি কমিটির সভাপতি আহমেদ হোসেন। তিনি বলেন, "সরকারি অবকাঠামো টেকসই রাখতে স্থানীয়দের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয়দের নিয়ে কমিটি গঠন করে এসব অবকাঠামো রক্ষা করা হবে।" উপজেলা প্রকৌশলী রবিউল হোছাইন আরও বলেন, "রাস্তাঘাট, ব্রিজ, সেতু, কালভার্টসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ না করলে সেগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। সৌর সড়ক বাতি চুরির ঘটনাগুলো অত্যন্ত দুঃখজনক। এগুলো জনগণের সম্পদ। তাই এগুলো সুরক্ষায় আমাদের সচেতন হতে হবে।" বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত এই প্রকল্প স্থানীয় জনগণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।